উপস্থিতঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন

এবং

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক

ফৌজদারী আপীল নং ২৯১৯/২০২১

শিরোনামঃ

২০১৩ সালের শিশু আইনের ৪১ ধারার বিধানমতে আপীলকারী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল।

পক্ষগণঃ

মাওলানা আবদুস সাত্তার

---অভিযোগকারী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্য একজন

---প্রতিপক্ষ।

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম

---অভিযোগকারী-আপীলকারীর পক্ষে।

জনাব এম. কে. রহমান **সঙ্গে**
জনাব সানিয়ান রহমান এবং
জনাব আরিফ মঈনুদ্দীন চৌধুরী

---আসামী-১নং প্রতিপক্ষে।

জনাব মোঃ আঃ আজিজ মিয়া (মিন্টু),
বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল **সঙ্গে**
জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান (লিখন),
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন আমানী এবং
মিসেস সৈয়দা জাহিদা সুলতানা (রত্না),
বিজ্ঞ সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেলগণ।

---রাষ্ট্র-২নং প্রতিপক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৫/০২/২০২৪।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

আপীলটি উদ্ভব হইয়াছে **পটুয়াখালীর শিশু আদালতে** দন্ডবিধির ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ ধারার অভিযোগে জি.আর.

১৩৬/২০১৮ (দশমিনা) নং মামলা (বর্তমানে পটুয়াখালীর দশমিনার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন), যাহা দশমিনা থানার ১৯/০৯/২০১৮ তারিখের ০৯ নং মামলা হইতে উদ্ভুত তাহাতে প্রচারিত ০২/০২/২০২১ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে; যে আদেশমূলে অভিযুক্ত মোঃ আরিফুল ইসলাম ওরফে জিহাদ এর ভর্তি রেজিষ্ট্রার ও ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা তলবের জন্য এজাহারকারী পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং উক্ত অভিযুক্তকে শিশু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ভিকটিম মৃতের পিতা মাওলানা আবদুস সাত্তার এজাহাকারী হিসাবে দশমিনা থানায় ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে এজাহার দায়ের করেন; যাহা হুবহু নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ

"আমি দশমিনা থানাধীন ঠাকুরের হাটস্থ বিবি আয়েশা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। আসামীদের সহিত জমিজমা ও মামলা মোকদ্দমা নিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সহিত বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। অদ্য ১৬/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার, ০৪ আশ্বিন, ১৪২৫ সাল সন্ধ্যা অনুমান ০৭ঃ০০ ঘটিকায় আমার ছেলে মোঃ রাকিব হোসেন (২৫) তাহার সঙ্গী ১, ৬ ও ৯ নং সাক্ষীসহ

আমার বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের ডোবায় ঝাকি জাল দিয়া মাছ ধরিতে ছিল। উক্ত স্থানে ০৩নং আসামী মোঃ শাহ আলম (৪৮) আসিয়া আমার ছেলেকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া আমার ছেলেকে কিল ঘুষি মারিয়া বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম করিলে আমার ছেলে দৌড়াইয়া আমাদের বাড়ীর উঠানে আসে। তখন এজাহারে বর্ণিত সকল আসামীগণ দা, ছুরি, লাঠি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পরস্পর যোগসাজশে একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বেআইনী, জনতাবদ্ধে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাড়ীর উঠানে আসিয়া ০১নং আসামী ডাঃ আঃ রব মৃধার হুকুমে ০৫নং আসামী মোঃ জিহাদ মৃধা তাহার হাতে থাকা ধারালো ছুরি দ্বারা খুন করার উদ্দেশ্যে আমার ছেলে রাকিবের বুকের ডান পাশে সজোরে আঘাত করিয়া তাহাকে গুরুতর রক্তাক্ত কাটা জখম করে। আমার ছেলে, ‘‘রক্ত রক্ত’’ বলিয়া চিৎকার দিলে আমার ভাইয়ের স্ত্রী ০২নং সাক্ষী মোসাঃ সুরমা বেগম আগাইয়া আসিলে ০২নং আসামী মোসাঃ শিরিন বেগম ও ০৪নং আসামী মোসাঃ নুপুর বেগমদ্বয়ের হাতে থাকা ছুরি দিয়া খুন করার উদ্দেশ্যে এলোপাতারী ভাবে সজোরে কোপাইলে উক্ত কোপ ০২নং সাক্ষী মোসাঃ সুরমা বেগম এর দুই স্তনে ও পেটের ০৪ স্থানে লাগিয়া গুরুতর রক্তাক্ত কাটা জখম হয়। আমার ছোট ছেলে মারুফ আহত রাকিবের চিৎকার শুনিয়া রাকিবের পুত্র তথা আমার নাতী মাহাদী হাসান রিসান

(১৬ মাস) কে কোলে নিয়া ঘটনাস্থলে আসিলে ০৩নং আসামী মোঃ শাহ আলম তাহার হাতে থাকা বাংলা দা দিয়া খুন করার উদ্দেশ্যে আমার ছেলে মারুফ এর মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দিলে মারুফ মাথা সরাইয়া ফেলিলে উক্ত কোপ আমার নাতি মাহাদী হাসান রিসান (১৬ মাস) এর বাম পাজরে লাগিয়া গুরুতর রক্তাক্ত কাটা জখম হয়। ৬, ৭, ৮ও ৯ নং আসামী যথাক্রমে মোঃ সোহাগ মৃধা, মোঃ মনির ভূইয়া, মোঃ জসিম ভুইয়া, বকুল ভুইয়া ওরফে বকু সহ আরো অজ্ঞাতনামা ২/৩ জন আসামী অন্যান্য আসামীদের সকল অপকর্মে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সহায়তা করে এবং একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আমার পুত্র মোঃ রাকিব হোসেন ও ভাইয়ের পুত্রবধু সুরমা বেগম দ্বয়কে এলোপাতারী মারপিট করিয়া আহত করে। অতঃপর আমি এবং আমার স্ত্রী মোসাঃ নুরুন্নাহার বেগম সহ অন্যান্যদের ডাক-চিৎকার শুনিয়া সাক্ষীগণসহ অন্যান্যরা আগাইয়া আসিলে আসামীরা চলিয়া যায়। আসামীরা অদ্য ১৯/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ০৭ঃ০০ ঘটিকা হইতে ০৭ঃ৪০ ঘটিকা পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধ সমুহ সংঘটন করে। অতঃপর কতিপয় সাক্ষীক্ষের সহায়তায় আমার ছেলে রাকিব (২৫) ভাতিজার স্ত্রী সুরমা বেগম (৩০) ও নাতি মাহাদী হাসান রিসান (১৬ মাস) দের ইঞ্জিন চালিত ভ্যান যোগে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দশমিনা নিয়া আসিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক

আমার ছেলে মোঃ রাকিব হোসেন (২৫) কে মৃত ঘোষনা করেন এবং সুরমা বেগম ও মাহাদী হাসান রিসান কে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী বরাবর রেফার করেন। জখমীদের চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত থাকায় থানায় আসিয়া এজাহার দায়ের করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল।"

অতঃপর উক্ত এজাহারের পরিপ্রেক্ষিতে পটুয়াখালীর দশমিনা থানায় আসামী-১নং প্রতিপক্ষসহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ ধারায় ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে ০৯নং মামলা রুজু হয়।

অতঃপর তদন্ত কর্মকর্তা মামলার বিস্তারিত তদন্ত শেষে ০৫ (পাঁচ) জন আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/১০৯/ ১১৪/৩৪ ধারায় ৩০/১১/২০১৮ তারিখে ১২২ নং অভিযোগপত্র দায়ের করেন এবং একই তারিখে উপরোক্ত দন্ডবিধির একই ধারায় আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১২২(ক) নং দোষীপত্র দায়ের করেন।

অতঃপর উক্ত ৩০/১১/২০১৮ তারিখের ১২২(ক) নং দোষীপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী-আপীলকারী নারাজী দরখাস্ত দায়ের করিলে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা শুনানী অন্তে বিগত ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে দরখাস্তটি না-মঞ্জুর করেন এবং আসামী-১নং প্রতিপক্ষ মোঃ আরিফুল ইসলাম

ওরফে জিহাদ কে শিশু হিসাবে অভিহিত করিয়া উপরোক্ত দোষীপত্রটি গ্রহণ করেন।

অতঃপর উক্ত ১৪/০৩/২০১৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া অভিযোগকারী-আপীলকারী পটুয়াখালীর দায়রা জজ আদালতে ৫২/২০১৯ নংফৌজদারী রিভিশন দায়ের করিলে বিজ্ঞ দায়রা জজ ফৌজদারী রিভিশনটি মঞ্জুরপূর্বক আসামী-১নং প্রতিপক্ষ মোঃ আরিফুল ইসলাম ওরফে জিহাদ এর বয়স নির্ধারণের নিমিত্তে পুনরায় তদন্তের জন্যে পটুয়াখালীর দশমিনার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কে নির্দেশ প্রদান করেন।

অতঃপর তদন্ত কর্মকর্তা আসামী-১নং প্রতিপক্ষ মোঃ আরিফুল ইসলাম ওরফে জিহাদ এর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এবং রেডিওলজিক্যাল ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪/১০/২০১৯ তারিখে ১০৯ নং সম্পূরক অভিযোগপত্র দায়ের করেন।

অতঃপর মামলাটি বিচার নিষ্পত্তির জন্যে পটুয়াখালীর দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করা হইলে মামলাটি আমলে গ্রহণপূর্বক দায়রা ৫২০/২০১৯ নং মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে বিগত ০৩/১১/২০২০ তারিখে মামলার অভিযোগ গঠনের সময়ে পটুয়াখালীর বিজ্ঞ দায়রা জজ আসামী-১নং প্রতিপক্ষ মোঃ আরিফুল ইসলাম ওরফে

জিহাদ মৃধা এর বয়স নির্ধারণের জন্য মামলার নথি পটুয়াখালীর শিশু আদালতে প্রেরণ করার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট কে নির্দেশ প্রদান করেন।

অতঃপর পটুয়াখালীর শিশু আদালতে মামলাটি প্রেরণ করা হইলে বিগত ০২/০২/২০২১ তারিখে শুনানীর জন্য নির্ধারণ করা হয় এবং ঐদিনে অভিযোগকারী-আপীলকারী পক্ষ অভিযুক্ত মোঃ আরিফুল ইসলাম ওরফে জিহাদ এর ভর্তি রেজিষ্ট্রার ও ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা বেতাগী সরকারী প্রাইমারী স্কুল হইতে তলবের জন্য দরখাস্ত করিলে তাহা না-মঞ্জুর হয়।

অতঃপর অভিযোগকারী-আপীলকারী উক্ত ০২/০২/২০২১ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া হাইকোর্ট বিভাগে শিশু আইনের ৪১ ধারার বিধানমতে দরখাস্ত করিলে অত্র আপীলের উদ্ভব হয়।

অভিযোগকারী-আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম আপীলের সমর্থনে নিবেদন করেন যে, অত্র মামলার আসামী-১নং প্রতিপক্ষসহ ০৯ (নয়) জন আসামী এবং অজ্ঞাতনামা আরো দুইজনের বিরুদ্ধে পটুয়াখালীর দশমিনা থানায় দন্ডবিধির ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ ধারায় ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে ০৯ নং মামলা রুজু হয়। যেখানে ০১নং প্রতিপক্ষকে ০৫নং এজাহারনামীয় আসামী হিসাবে দেখানো হয়, যাহার বয়স ১৯ (ঊনিশ) বৎসর উল্লেখ থাকে। পরবর্তীতে, ০১নং প্রতিপক্ষ তথা এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী মোঃ

আরিফুল ইসলাম ওরফে জিহাদ মৃধা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করেন; সেখানেও তাহার বয়স ১৯ (ঊনিশ) বৎসর উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে তদন্ত কর্মকর্তা মামলার তদন্তপূর্বক বিগত ৩০/১১/২০১৮ তারিখে অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করিলেও কেবলমাত্র ০১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোষীপত্র দাখিল করেন; যেখানে তাহার বয়স ১৫ বৎসর ০৬ মাস ১৮ দিন উল্লেখ করেন এবং বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সোর্সের মাধ্যমে অবগত মর্মে বর্ণনা করেন। উক্ত দোষীপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী-আপীলকারী নারাজীর দরখাস্ত দাখিল করিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শান। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিগত ০৪/১২/২০১৮ তারিখে ইস্যুকৃত একটি জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র দাখিল করেন; যেখানে ঘটনার তারিখ ১৯/০৯/২০১৮; তথাপিও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ০১নং প্রতিপক্ষ তথা এজাহারনামীয় ০৫ নং আসামীর বয়স নির্ধারণের নিমিত্তে মামলাটি পটুয়াখালীর শিশু আদালতে প্রেরণ করেন। পটুয়াখালীর শিশু আদালত পরবর্তী পর্যায়ে মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য পাঠাইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে এজাহারকারী পক্ষ রিভিশন দায়ের করিলে মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্যে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করেন এবং তাহারই ধারাবাহিকতায় তদন্তকারী কর্মকর্তা বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ০১নং প্রতিপক্ষ তথা এজাহারনামীয় ০৫নং আসামীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিলে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা তাহার বয়স নির্ধারণ করা

হয়। যেখানে তাহার বয়স ২০ এর কাছাকাছি (around 20) বলিয়া মতামত দেন। পরবর্তীতে উক্ত মতামতের ভিত্তিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১৪/১০/২০১৯ তারিখে ১০৯ সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং সকল আসামীদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য মামলাটি পটুয়াখালীর দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করিলে বিজ্ঞ দায়রা জজ এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বয়স পুনঃনির্ধারণের জন্য আবারো বিজ্ঞ ম্যাজিস্টেট্রের নিকট প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহা শিশু আদালতের এখতিয়ারাধীন বিধায় সেখানে প্রেরণ করিলে শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ০২/০২/২০২১ তারিখে মামলাটি শুনানীর জন্য নির্ধারণ করেন এবং ঐদিনে এজাহারকারী-আপীলকারী পক্ষ উক্ত শিশু আদালতে এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের স্কুলে ভর্তির রেজিষ্ট্রার, ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা তলবের প্রার্থনা করেন, যাহা না-মঞ্জুরপূর্বক নথিতে সংরক্ষিত এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষের প্রাইমারী স্কুল সার্টিফিকেট, জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট এর উল্লেখিত জন্ম তারিখ এবং এসএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ডের উল্লেখিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেন যে, এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষের বয়স ১৮ বৎসরের কম। পিএসসি পরীক্ষা হয় ২০১২ সালে। সেখানে এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষের জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয় ০১/০৩/২০০৪ এবং জেএসসি ও এসএসসি সনদপত্রে জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয় ০১/০৩/২০০৩। যদি ভিকটিমের জন্ম তারিখ ০১/০৩/২০০৩ হয়।

সেইক্ষেত্রে জুনিয়র শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, ২০১২ সেই সময় তাহার বয়স হয় ৮ (আট) বৎসর এবং সেইক্ষেত্রে তাহার ০৫ (পাঁচ) টি শিক্ষাবর্ষ বাদ দিলে স্কুলে ভর্তির সময়ে তাহার বয়স হয় ০২ (দুই) টি জন্ম তারিখ অনুযায়ী ০২ (দুই) বৎসরের উপরে এবং ০৩ বৎসরের কিছু কম; যাহা অবিশ্বাস্য । কেননা ০৫ (পাঁচ) বৎসরের নীচে কোন শিক্ষার্থী স্কুলে বা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার রেকর্ড খুবই বিরল। কেননা প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি হইতে হইলে তাহাকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বা দেশের প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী আরো কিছু প্রাথমিক শিক্ষা জ্ঞান থাকিতে হয়। সেইক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করার জন্য কমপক্ষে তাহাকে দেড় বা ০২ (দুই) বৎসর সময় অতিক্রম বা ব্যয় করিতে হইবে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, বর্তমান প্রচলিত কারিকুলাম বা কিন্ডার গার্ডেন সেখানেও প্লে শ্রেণীতে ভর্তি হইতে হইলেও ন্যূনতম একটা বয়স নির্ধারণ করা আছে, যাহা কোন অবস্থাতেই সাড়ে তিন বৎসর বা চার বৎসরের কম নয়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যেমন অতি উৎসাহী হইয়া সোর্সের মাধ্যমে এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বয়স নির্ধারণ করিয়াছেন; তেমনই পরবর্তী পর্যায়ে আদালতের কারণ দর্শানোর পরিপ্রেক্ষিতে একটি ফেক জন্ম নিবন্ধনও সংগ্রহ করিয়াছেন। মামলাটির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষকে শিশু বানানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপকৌশল খাটানো হইয়াছে। সর্বোপরি বিজ্ঞ শিশু আদালত তাহার একাধিক জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের একাধিক জন্ম তারিখকে প্রধান্য

দিয়া ডাক্তারী সনদপত্রে উল্লেখিত বয়সকে যেখানে ০৫ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত তাহা অবজ্ঞা করিয়া এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বয়স ১৮ (আঠারো) বৎসরের কম নির্ধারণ করিয়াছেন; যাহা শিশু আইনের ২১ ধারার পরিপন্থী বিধায় বিজ্ঞ আইনজীবী তর্কিত আদেশ রদ ও রহিতপূর্বক আপীলটি মঞ্জুরের নিবেদন করেন।

অন্যদিকে, এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এম. কে. রহমান নিবেদন করেন যে, ১নং প্রতিপক্ষ একজন শিশু। তাহার পিএসসি এবং জেএসসি সনদ অনুযায়ী তাহার বয়স ১ বৎসরের হেরফের। তথাপিও তাহার পূর্বের জন্ম তারিখ যেটা সেটা বিবেচনায় নিয়াও ১নং প্রতিপক্ষ একজন শিশু এবং তাহা বিবেচনা করিয়াই শিশু আদালত শিশু আইনের ২১ ধারার ৪ উপ-ধারার বিধান মোতাবেক শিশুর বয়স নির্ধারণ করিয়াছেন। সেইক্ষেত্রে আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই বিধায় তর্কিত আদেশটি হস্তক্ষেপযোগ্য নহে মর্মে বিজ্ঞ আইনজীবী আপীলটি না-মঞ্জুরের নিবেদন করেন।

রাষ্ট্র-২নং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল নিবেদন করেন যে, শিশুর জন্মের পরে কোন প্রক্রিয়ায় তাহার জন্ম নিবন্ধন হইবে তাহা জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এর ৮ এবং ১৩ ধারায় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই আইনের ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করিতে হইবে এবং ১৩ ধারার বিধান অনুযায়ী বিলম্ব ফি দিয়া ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা যাইবে।

শিশুর জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরো পরিস্কারভাবে জ্ঞাতার্থের জন্যে পরবর্তীতে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৬ এর ৬, ৭, ৮ ও ৯ বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, জন্মের ০৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন কোন প্রকিয়ায় করা হইবে এবং ০৫ (পাঁচ) বৎসরের পরে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহাও সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এই সকল বিধি-বিধানে কোন শিশুর জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত সনদপত্রের আইনগত কোন ভিত্তি নাই। বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, অত্র মামলার অভিযুক্ত এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের গ্রহণযোগ্যতার স্বপক্ষে আকট্য কোন প্রমাণ বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাহার পক্ষে দাখিলকৃত সনদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন জন্ম তারিখ উল্লেখ আছে। সেইক্ষেত্রে তাহার জন্ম সনদের কোন মূল্য নাই এবং এই ধরণের ক্ষেত্রে ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতিরেকে প্রকৃত বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।

আমরা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণসহ নথিতে সংরক্ষিত অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক মূল্যায়ন করিলাম।

নথিদৃষ্টে লক্ষণীয় যে, এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষ একজন কলেজ ছাত্র; যাহা স্বীকৃত। যাহা সে তাহার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

অভিযোগকারী-আপীলকারীপক্ষকে সহযোগিতার স্বার্থে জনাব এস.এম. মাহবুবুল ইসলাম নিবেদন করেন যে, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং বর্তমান শিশু আইনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্বের শিশু আইনে শিশুর বয়স মামলার চার্জ গ্রহণকালে নির্ধারণ করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে শিশুর বয়স অপরাধ সংঘটনের সময় নির্ধারণ করা হয়। অধিকন্তু বর্তমান আইনের ২০ ধারায় পূর্বের প্রদত্ত রায় ও আদেশকেও উপেক্ষা করা হইয়াছে। সেইক্ষেত্রে তিনি ২০ ধারার বক্তব্য উপস্থাপন করেন; যাহা হুবহু নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ

> ‘‘২০। শিশুর বয়স নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক তারিখঃ- আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, আদালতের রায় বা আদেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, অপরাধ সংঘটনের তারিখই হইবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ।’’

অত্র মামলার এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করিয়াছে। যেখানে চার্জশীটে উল্লেখ আছে সে কলেজে পড়ে এবং ঘটনার বক্তব্য অনুয়ায়ী তাহার পরের দিন পরীক্ষা ছিল এবং উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তাহার বয়স ১৯ (উনিশ) বৎসর উল্লেখ আছে; যাহা একজন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত। আরো উল্লেখ্য যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রথম চার্জশীটে অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করিলেও

এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষকে শিশু নির্ধারণপূর্বক তাহার বিরুদ্ধে শিশু হিসাবে দোষীপত্র দাখিল করেন। যেখানে তাহার বয়স ১৫ বৎসর ০৬ মাস ১৮ দিন উল্লেখ করেন, যাহার ভিত্তি ছিল স্থানীয় সোর্স। যেহেতু এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষ একজন কলেজগামী ছাত্র; সেহেতু তাহার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রবেশপত্র, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট এবং সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেটের সনদপত্র আছে। সেইক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা স্থানীয় সোর্সের উপর ভিত্তি করিয়া কাহারও বয়স নির্ধারণ করার অধিকার রাখে না। অধিকন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আদালত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষকে শিশু নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারণ দর্শাইলে অত্র মামলার ঘটনার পরে ০৪/১২/২০১৮ তারিখে ইস্যুকৃত একটি জন্ম নিবন্ধন আদালতে হাজির করেন। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে শিশু আদালত পরবর্তী পর্যায়ে দায়রা জজ কর্তৃক আবারো এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষের বয়স নির্ধারণের জন্যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে শিশু আদালতে প্রেরিত হয়। পটুয়াখালীর শিশু আদালত পরবর্তী পর্যায়ে মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য পাঠাইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে এজাহারকারী পক্ষ রিভিশন দায়ের করিলে মামলাটির অধিকতর তদন্তের জন্যে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করেন এবং তাহারই ধারাবাহিকতায় তদন্তকারী কর্মকর্তা বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিলে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ

ডাক্তার দ্বারা তাহার বয়স নির্ধারণ করা হয়। যেখানে তাহার বয়স ২০ এর কাছাকাছি (around 20) বলিয়া মতামত দেন। যেখানে এতোকিছু থাকা সত্বেও পটুয়াখালীর শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেবলমাত্র এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষের পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি সনদপত্রে উল্লেখিত জন্ম তারিখের ভিত্তিতে তাহার বয়স নির্ধারণ করেন এবং এজাহারকারীর প্রত্যাশামতে এজাহারনামীয় ০৫নং আসামী-০১নং প্রতিপক্ষের স্কুলের ভর্তির রেজিষ্ট্রার ও ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা তলবের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেন। যেখানে শিশু আইন, ২০১৩ এর ২১ ধারার বিধান অনুযায়ী শিশুর বয়স নির্ধারণ করার ক্ষমতা শিশু আদালতেরই রহিয়াছে; তবে শিশু আদালতকে অবশ্যই শিশুর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহার নিকট উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তের সত্যতা যাচাই করিতে হইবে। যাহা মূল্যায়ণের সুবিধার্থে শিশু আইন, ২০১৩ এর ২১ ধারা হুবহু নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ

> "২১। [1][****] বয়স অনুমান ও নির্ধারণ।-(১) অভিযুক্ত হউক বা না হউক, এমন কোন শিশুকে কোন অপরাধের দায়ে বা কোন শিশুকে অন্য কোন কারণে শিশু আদালতে সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে, আনয়ন করা হইলে এবং শিশু আদালতের নিকট তাহাকে শিশু বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে উক্ত শিশুর বয়স যাচাই এর জন্য শিশু আদালত প্রয়োজনীয় তদন্ত ও শুনানী গ্রহণ করিতে পারিবে।"

এইক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এর ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী শিশু জন্মের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করিতে হয় এবং ১৩ ধারার বিধান অনুযায়ী ০২ (দুই) বছরের মধ্যে বিলম্বিত নিবন্ধন ফি প্রদানের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন করিতে হইবে; যাহা মূল্যায়নের সুবিধার্থে নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ

"৮। জন্মও মৃত্যু তথ্য প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি।-(১) শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি উক্ত শিশু জন্মের ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন।

১৩। বিলম্বিত নিবন্ধন।-ধারা ৮ এ উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা না হইলে পরবর্তী সময় উহা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হইবার ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে ফি এর প্রয়োজন হইবে না।"

অধিকন্তু জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইনের আরো কার্যকর ভূমিকার জন্য ২০০৬ সালে জন্ম-মৃত্যু বিধিমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে, যেই বিধিমালার ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং বিধিতে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যেই সকল পদ্ধতি

অবলম্বন করিতে হইবে তাহার সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। মূল্যায়নের সুবিধার্থে তাহা নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ

"৬। তথ্য প্রদানকারী অন্যান্য ব্যক্তি। কোন ব্যক্তির জন্মের বা মৃত্যুর সময় □ইক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কেহ উপস্থিত নাই সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের □ কেহ জন্মের পঁয়তাল্লিশ (৪৫) দিনের মধ্যে জন্ম তথ্য এবং মৃত্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মৃত্যু তথা নিবন্ধকের নিকট প্রেরণের জন্য দায়ী থাকিবে, □থা :-

(ক) মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতা;

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানে জন্ম বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(গ) কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে জন্ম বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঘ) কোন দালান বা বাড়িতে জন্ম বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত দালান বা বাড়ির মালিক বা বসবাসকারী □ কোন ব্যক্তি;

(ঙ) কোন সড়ক□ান, নৌ□ান বা আকাশ□ানে জন্ম বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত যান পরিচালনাকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী: এবং

(চ) রাস্তায় বা উন্মুক্ত স্থানে (public place) জন্ম বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত রাস্তা বা উন্মুক্ত স্থান □েই থানার অধীন সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

৭। নিবন্ধনে সহায়তাকারী অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী। – আইনের ধারা ৯ এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিবন্ধন কাজের সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবে □থাঃ-

(ক) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা;

(খ) উপজেলা এলাকায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকর্মী;

(গ) নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবী।

৮। জন্ম নিবন্ধন।- নিবন্ধক নিম্নবর্ণিত (□ কোন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন করিতে পারিবেন, □থাঃ-

(ক) সরাসরি জন্ম নিবন্ধন:

(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকর্মীর সহায়তায় জন্ম নিবন্ধন; এবং

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জন্ম নিবন্ধন।

৯। সরাসরি জন্ম নিবন্ধন।- (১) নিবন্ধক এর নিকট জন্ম তথ্য প্রেরণ করা হইলে তিনি (□হি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বা জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন করিবেন।

(২) নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির বয়স আ□ার বৎসর বা তদূর্ধ্ব হইলে স্বয়ং এবং আ□ার বৎসরের কম হইলে জন্ম তথ্য প্রদানকারী জন্ম নিবন্ধন আবেদনপত্রটি পূরণ করিয়া নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত জন্ম নিবন্ধন আবেদনপত্রের □থাস্থানে নিম্নবর্ণিত (□ কোন ব্যক্তির প্রত্যয়ন বা আবেদনপত্রের সহিত নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্ম তথ্যসম্বলিত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক দলিল সং□ুক্ত থাকিতে হইবে, □থা:-

(ক) নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্মের পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবেদন করা হইলে-

(অ) তথ্য সংগ্রহকারীর প্রত্যয়ন, অথবা

(আ) ইপিআই কা□ের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা

(ই) সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা

(ঈ) নিবন্ধক (□ইরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেইরূপ অন্য কোন দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা

(উ) তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন।

(খ) নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্মের পাঁচ বৎসর পরে আবেদন করা হইলে-

(অ) বয়স প্রমাণের জন্য এমবিবিএস ডাক্তারের এবং জন্মস্থান বা স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের প্রত্যয়ন, অথবা

(আ) বয়স ও জন্মস্থান প্রমাণের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক বা তৎকর্তৃক মনোনীত শিক্ষক বা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, অথবা

(ই) বয়স ও জন্মস্থান প্রমাণের জন্য ইপিআই কার্ড বা পাসপোর্ট বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংক্রান্ত ছাড়পত্র বা উক্ত

প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা

(ঈ) নিবন্ধক □হিরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেইরূপ অন্য কোন দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা

(উ) তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন।"

অত্র আইনের উদ্দেশ্য যাহাতে কোন শিশু কঠোর কোন শাস্তির সম্মুখীন না হয়। সেইক্ষেত্রে অভিযুক্তের বয়স অর্থাৎ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বয়স নির্ধারণ করাই হচ্ছে মূখ্য বিষয়। অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন অত্র আইনের ৯ ধারায় সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুর্ধ ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হিসাবে শিশুদের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে; যাহা জাতিসংঘের শিশু অধিকারসহ এতে বিস্তারিত উল্লেখ আছে যাহা বাস্তবায়নের নিমিত্তে অত্র আইনটি প্রণীত হয়। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আইনের এই

অজুহাতে প্রাপ্ত বয়স্ক বা ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে অভিযুক্তকে শিশু হিসাবে

অভিহিত করার জন্য কথিত বা তর্কিত অভিযুক্তের পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে শিশু হিসাবে পরিগণিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের অপকৌশল প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এমনকি বর্তমান পদ্ধতিতে অনেকেই ভূয়া জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন, যাহা অহরহই ঘটে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যাহা প্রচলিত বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের একাডেমিক বর্ষ তথা একাডেমিক লেখাপড়া শেষ করার পরে যাহাতে তাহাদের চাকুরীর বয়স বিদ্যমান থাকে সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সন্তানের পিতা-মাতা বা শুভানুধ্যায়ীরা তাহাদের বয়স কমাইয়া কাগজ-পত্র তথা জন্ম সনদপত্র সৃজন করেন। আরো লক্ষণীয় যে, ভালো স্কুল তথা উন্নত স্কুল বা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করার জন্যে একাধিকবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকার কারনে এবং সেই সুযোগ গ্রহণের সুবিধার্থে ছেলে-মেয়েদের বয়স কম দেখানোর প্রবণতা প্রকটভাবে দেখা যায় বা পরিলক্ষিত হয়। জন্ম সনদ বা একাডেমিক সনদপত্রে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে সঠিকতার ক্ষেত্রেও বিরাট প্রশ্নবোধক সৃষ্টি করে। ইদানিং নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় এই বিষয়টি প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। সেখানে শিশু প্রমাণের ক্ষেত্রে একাডেমিক সনদপত্র না থাকিলে বা থাকিলেও জন্ম সনদকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যাহার ফলে আইনের বিধানের প্রদত্ত সুযোগের অপব্যবহার করার ফলে অনেকেই তাহার সুফল পাইতেছে। অত্র মামলার ক্ষেত্রে এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের জেএসসি তথা প্রাইমারী শিক্ষা সমাপনী সনদের জন্ম তারিখ

০১/০৩/২০০৪, জেএসসি এবং এসএসসি রেজিষ্ট্রেশন কার্ডে এবং পাশের সনদপত্রে জন্ম তারিখ ০১/০৩/২০০৩ এবং তাহার স্বপক্ষে একটি জন্ম নিবন্ধনে জন্ম তারিখ ০১/০৩/২০০৩, যাহা ০৪/১২/২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত এবং ইস্যুকৃত। এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের জন্ম তারিখ সম্পর্কে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন তারিখ থাকা এবং ০৪ (চার) জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহার বয়স ২০ (বিশ) বৎসরের কাছাকাছি নির্ধারণ হওয়া সত্বেও শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের বয়সের সঠিকতা নির্ণয়ের জন্যে তাহার স্কুলের ভর্তির রেজিস্ট্রার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা তলবের প্রার্থনা বিবেচনাপূর্বক মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া কেবলমাত্র এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের জেএসসি, পিএসসি, এসএসসি সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে প্রাধান্য দিয়েই এজাহারকারী-আপীলকারীর প্রত্যাশামতে দাখিলকৃত ভর্তির রেজিস্ট্রার ও ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরার খাতা তলবের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিয়া তাহার বয়স ১৮ (আঠারো) বৎসরের নীচে নির্ধারণ করিয়াছেন। যেখানে ০৪ (চার) জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামতের কলামে ১নং প্রতিপক্ষের বয়স ২০ (বিশ) বৎসরের কাছাকাছি উল্লেখ আছে। শিশু আইনের ২১ ধারার বিধান অনুযায়ী কেহ অভিযুক্ত হউক বা নাই হউক কেবলমাত্র শিশু আদালতেরই কাহাকে শিশু হিসাবে অভিহিত করার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু কি কি ধরণের সনদপত্র বা তথ্য-উপাত্তের উপরে

তাহাদের বয়স নির্ধারণ করা হইবে তাহার সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অত্র ধারায় উল্লেখ নাই বিধায় কিছু নির্দেশনা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। এইক্ষেত্রে শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কাহাকেও শিশু নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী (গাইডলাইন) অনুসরণ করিবেনঃ

"১। শিশু আইন, ২০১৩ এর ২১ নং ধারার বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র শিশু আদালত আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বয়স নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং শিশু হিসাবে ঘোষনা করার অধিকার থাকিবে।

২। কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার আইনের সংস্পর্শে আসা কোন শিশু কিংবা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত কোন ব্যক্তিকে শিশু হিসাবে নির্ধারণ করার কোন এখতিয়ার নেই।

তবে, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত কোন ব্যক্তিকে শিশু হিসাবে আপততঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রমতে তাহার বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশু আদালতে হাজির করিবেন। শিশু আদালত শিশু আইন, ২০১৩ এর ২১ ধারার বিধান প্রতিপালন পূর্বক তাহার বয়স নির্ধারণ করিবেন।

৩। আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত কোন শিশুর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তাহার জন্ম সনদ প্রাধান্য পাইবে; যদি সেই শিশুর জন্ম সনদ ২০০৪ সালের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইনের ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন করা হইয়া থাকে

অথবা ১৩ ধারার বিধান অনুযায়ী ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে বিলম্বিত ফি প্রদানপূর্বক জন্ম নিবন্ধন করা হইয়া থাকে অথবা জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৬ এর ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারার বিধান অনুযায়ী নিবন্ধন হইয়া থাকে।

(৪) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত কোন শিশুর শিক্ষাগত সনদপত্রে উল্লেখিত জন্ম তারিখ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইনের বিধানমতে নিবন্ধিত জন্ম সনদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে জন্ম সনদপত্র প্রাধান্য পাইবে। জন্ম নিবন্ধনের তারিখ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদপত্রের জন্ম তারিখ এবং আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর বাহ্যিক অবয়ব, শারীরিক গঠন আপাততঃ দৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক বলিয়া মনে হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি রেজিষ্ট্রার ও ছাত্র-ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা তলবপূর্বক তাহার সহিত মিলাইতে হইবে। তাহা সম্ভব না হইলে সরকারী মেডিকেল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগের ০৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে শিশুর বয়স নির্ধারণ করিতে হইবে।

তবে উল্লেখ্য যে, আইনের সহিত সংঘর্ষে জড়িত কোন শিশু বা ব্যক্তিকে যদি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধের জন্যে কোন বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা হয়; কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট বয়স নির্ধারণের কোন আকাট্য

বিশ্বাসযোগ্য দলিল উপস্থাপন করা না হয়; সেইক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৫) শিশু আদালত কিংবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আইনের সহিত সংঘর্ষে জড়িত কোন শিশুর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা তথা নথিতে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত এবং তর্কিত আদেশ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, পটুয়াখালীর শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের তথা আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশুর বয়স নির্ধাণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বর করিয়াছেন তাহা ন্যায়সঙ্গত ও আইনানুগ নহে।

এমতাবস্থায়, পটুয়াখালীর শিশু আদালতে প্রচারিত ০২/০২/২০২১ তারিখের রায় ও আদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য বলিয়া আমাদের অভিমত।

অতএব, ফলাফল; আপীলটি **মঞ্জুর** (এ্যালাউড) করা হইল।

এবং

পটুয়াখালীর শিশু আদালতে প্রচারিত ০২/০২/২০২১ তারিখের রায় ও আদেশ রদ ও রহিত করা হইল; যদি আদালত মনে করেন তাহা হইলে

এজাহারনামীয় ৫নং আসামী-১নং প্রতিপক্ষের তথা আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশুর বয়স পুনঃনির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিজ্ঞ রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতসহ রায়ের অনুলিপি সকল শিশু আদালতে প্রেরণ করার জন্য অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক,
আমি একমত।

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক